মিটিং মিনিটস্

অদ্য ০৭-০১-২০১৯ ইং রোজ সোমবার আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর ত্রিশাল ট্রেনিং সেন্টারে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে নিয়মিত মাসিক মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মিটিংএ যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় ও যে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয় তা নিম্নে ক্রমানুসারে দেওয়া হল।

- **শুভেচ্ছা বক্তব্য ঃ** সভার শুরুতে ডি.ডি(এম.এফ) মহোদয় সকলকে ইংরেজী নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে ও আগামী দিন গুলো যেন সকলের ভাল ভাবে কাটে এই শুভ কামনা করে সভার কার্যক্রম শুরু করেন।
- **পূর্বের সভার রেজুলেশন পাঠ ও তা অনুমোদন ঃ** ডি.ডি.(এম.এফ) মহোদয় গত মাসিক মিটিং এর রেজুলেশন পাঠ করেন ও তা অনুমোদ করেন।
- **বকেয়া বৃদ্ধির কারন ও জবাব দিহীতা ঃ** বিগত মাসে যে পরিমান বকেয়া বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহোদয় শঙ্কা প্রকাশ করেন এবং এভাবে বকেয়া বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্মসূচির জন্য হুমকী স্বরূপ মনে করা হয় তাই বকেয়া বৃদ্ধি প্রতিরোধের জন্য আরো মনযোগী হওয়া জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কে নির্দেশ প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক ও এরিয়া ম্যানেজাদের নিকট থেকে শাখা ভিত্তিক বকেয়া বৃদ্ধির কারন ও জবাবদিহীতা মূলক বক্তব্য নেন সংস্থার ডি.ডি. (এম.এফ) মহোদয়। নতুন বছরের বকেয়া আদায়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। বকেয়া আদয়ের টীম ওয়ার্ক আরো কার্যকর করতে হবে এবং প্রতিদিন বিকেল বেলা বকেয়া আদায়ের জন্য বের হতে হবে বলে নির্দেশ প্রদান করেন। **"বকেয়া কে না বলি"** এই স্লোগানে নতুন বছরে কাজ করার আহবান জানান সংস্থার ডি.ডি. (এম.এফ) মহোদয়।
- **সমিতির শৃংখলা ঃ** অডিট রিপোর্টের মাধ্যমে জানা যায় যে অনেক শাখায় সমিতি পর্যায়ে শৃংখলার ঘাটতি রয়েছে। যে সকল শাখার সমিতি পর্যায়ে শৃংখলার ঘাটতি রযেছে সেই সকল সমিতিতে এরিয়া ম্যানেজার এবং শাখা ব্যাবস্থাপক কর্তৃক পরিদর্শন করে, গ্রুপ ভিত্তিক বসিয়ে মিটিং এর মাধ্যমে সমিতির শৃংখলা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও সমিতি পরিচালনা কমিটিকে আরো সক্রিয় করা ও প্রয়োজনে নতুন কমিটি করে সমিতির শৃংখলা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করা হয় ।
- **পাশবই বিতরন সংক্রান্ত আলোচনা ঃ** ভর্তি রেজিষ্টার দেখে প্রতিদিনের পাশবই প্রতিদিন এমআইএস কে সদস্যর নাম লিখে বিতরন করতে হবে। কোন ভাবেই নাম না লিখা খালি পাশবই ক্রেডিট অফিসারের হাতে দেওয়া যাবে না। ভর্তির পরের সপ্তাহেই সদস্যকে তার পাশবই বুঝিয়ে দিতে হবে। পাশবই সংক্রান্ত কোন অনিয়ম হলে অথবা পাশবই এর যথাযথ হিসাব না থাকলে প্রতি পাশ বইয়ের জন্য ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা দিতে হবে; যা গত মিটিং এ সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছিল। হারানো পাশবই প্রদানের ক্ষেত্রে সদস্যের নিকট থেকে আবেদন পত্র গ্রহন করতে হবে ও তা যথাযথ সংরক্ষন করতে হবে। যদি কোন শাখায় পাশবই সংক্রান্ত কোন প্রকার জটিলতা থাকে তা চলতি মাসের মধ্যে সমাধানের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
- **স্বাস্থ্য সঞ্চয় হাসপাতাল শেয়ারে স্থানান্তর প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা ঃ** সদস্যদের জমানো স্বাস্থ্য সঞ্চয় কোন প্রক্রিয়ায় স্থানান্তর করে হাসপাতাল তহবিলে নেওয়া যায় সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সদস্যদের সঞ্চয় স্থানান্তরে সদস্যদের কেমন সারা পাওয়া যাবে সে বিষয়ে শাখা ব্যবস্থাপক ও এরিয়া ম্যানেজারদের নিকট থেকে পরামর্শ নেওয়া হয়। স্বাস্থ্য সঞ্চয় হাসপাতাল তহবিলে স্থানান্তর করা হলে মূল প্রোগ্রামে কোন প্রকার প্রভাব পরবে কি-না এই বিষয়েও শাখা ব্যবস্থাপক ও এরিয়া ম্যানেজারদের নিকট থেকে পরামর্শ নেওয়া হয়। শেয়ার হস্তান্তরের পূর্বে যদি কোন সদস্য তার শেয়ারের টাকা ফেরত নিতে চান তা হলে তাকে ৬% সুদ সহ তার টাকা ফেরত দিতে হবে কিন্তু কোথায় থেকে এই টাকা ফেরত দেওয়া হবে ? এই প্রশ্নে মিটিংয়ের সবাই জর্জরিত ছিল। সবার কাছ থেকে মতামত নেওয়ার পর নির্বাহী পরিচালক মহোদয়,এই টাকা সংস্থার আপদকালীন তহবিল হতে আপাতত দেওয়া যেতে পারে বলে প্রাথমিক ভাবে সিদ্ধান্ত দেন ।

- **আর্থিক চাহিদা ও আর্থিক যোগান নিয়ে আলোচনা ঃ** শাখা ভিত্তিক আর্থিক চাহিদা নিয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক ও এরিয়া ম্যানেজারগণ তাদের চাহিদা নিয়ে বক্তব্য পেশ করেন এবং আর্থিক যোগান নিয়ে সংস্থার ডিডি (এম.এফ) মহোদয় আলোচনা করেন। এ ছাড়াও নির্বাহী পরিচালক নতুন শাখা গুলোতে পর্যাপ্ত পরিমানে অর্থের যোগান দেওয়া ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করেন।
- **আর্থিক অনিয়ম ও তাহা চিহ্নিত করন নিয়ে আলোচনা ঃ** বিগত মাস গুলোতে বিভিন্ন শাখায় যে সকল আর্থিক অনিয়ম হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। বেশীর ভাগ আর্থিক অনিয়ম গুলো ডিপিএস এর টাকা হয়ে থাকে তাই শাখায় যত বড় বড় অংকের ডিপিএস আছে সে গুলোর তালিকা করে ডিপিএস কারীর সাথে যোগাযেগ করে জানতে হবে যে উনার ডিপিএস এর টাকা দিয়েছে কি-না। আর যদি দিয়ে থাকে তা হলে সি.ও/ ই.ডিও তা টপসীট করেছে কি-না তাহা যাচাই করতে শাখা ব্যবস্থাপকদের কে নির্দেশ প্রদান করা হয়। শাখা গুলোতে কোন কোন পন্থায় আর্থিক অনিয়ম হয় ও তা চিহ্নিত করনের বিভিন্ন কৌশল নিয়ে এবং কোন কোন কাজের মাধ্যমে আর্থিক অনিয়ম হতে পারে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন ডিডি(এম.এফ) মহোদয়।
- **MRA ষান্মাসিক রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা ঃ** MRA ষান্মাসিক রিপোর্ট চলতি মাসের মধ্যে MRA এর ওয়েব পেইজে এন্ট্রি দিয়ে সম্পন্ন করার জন্য সকল শাখা ব্যবস্থাপকদের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
- **জবাবদিহীতা মূলক বক্তব্য নেওয়া ঃ** অডিট রিপোর্ট, মনিটরিং রিপোর্ট, ও ডিপিএস অফিসারদের রিপোর্টের আলোকে প্রাপ্ত ভুল-ত্রুটি ও অনিয়মের উপর জবাবদিহীতা মূলক বক্তব্য নেন সংস্থার উপ-পরিচালক (আই.টি) মহোদয়। জবাব দিহিতা মূলক বক্ত্যব্যে অংশ গ্রহন করেন সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকগণ ও সংশ্লিষ্ট এরিয়া ম্যানেজারগণ।
- **অডিট অফিসার, মনিটরিং ও ডিপিএস অফিসারদের সাথে নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের মিটিং ঃ** অডিট রিপোর্ট, মনিটরিং রিপোর্ট, ও ডিপিএস অফিসারদের রিপোর্টের আলোকে প্রাপ্ত ভুল-ত্রুটি ও অনিয়মের উপর আলোচনা করার জন্য সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহোদয় অডিট অফিসার, মনিটরিং ও ডিপিএস অফিসারদের সাথে মাস শেষে একটি মিটিং করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের সাথে মিটিং এ অডিট অফিসার, মনিটরিং ও ডিপিএস অফিসারগণ তাদের মাসিক প্রতিবেদন নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের নিকট জমা দিতে হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- **ক্যালেন্ডার ও ডায়েরী বিতরণ উদ্বোধন ঃ** আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর ২০১৯ সালের ক্যালেন্ডার ও ডায়েরী বিতরণ উদ্বোধন করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহোদয়।
- **বিবিধ আলোচনা ঃ** উপরের আলোচনা ছাড়াও আরো যে সকল বিষয়ে আলোচনা করা হয় তা হল সকল স্টাফদেরকে সমান গুরুত্ব দেওয়া, কাউকে বেশী প্রধান্য না দেওয়া, স্টাফদের স্টাফ আই.ডি ব্যবহার নিশ্চিত করা ইত্যাদি ।

অতপর আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সাহেব সকলের সুস্বাস্থ্য ও সংস্থার কর্মসূচীর সমৃদ্ধি কামনা করে এবং সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ধন্যবাদান্তে

লায়ন আলহাজ্ব মোঃ আবদুর রশিদ
নির্বাহী পরিচালক
আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন